চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) দেয়াললিখনকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই পক্ষে গত শুক্রবার রাতে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২০ জন। হলের কয়েকটি কক্ষে ভাঙচুর চালানো হয়। ধারালো অস্ত্র নিয়ে মহড়াও দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন

সংঘর্ষ চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সহকারী প্রক্টর ও এক সাংবাদিকের ওপরও চড়াও হন সংগঠনের এক পক্ষের নেতাকর্মীরা।

শুক্রবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ এফ রহমান হলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে দফায় দফায় সংঘর্ষ চলে। থেমে থেমে ইটপাটকেল নিক্ষেপের পর রাত দেড়টার দিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সংঘর্ষে জড়ানো পক্ষ দুটি হলো ছাত্রলীগের বগিভিত্তিক উপগ্রুপ ‘বিজয়’ ও ‘ভার্সিটি এক্সপ্রেস (ভিএক্স)’। তবে বিজয় নগর রাজনীতিতে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ও ভিএক্স নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছির উদ্দীনের অনুসারী বলে ক্যাম্পাসে পরিচিত।

জানা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো দীর্ঘদিন ধরেই ছাত্রলীগের বগিভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপ-উপগ্রুপের নিয়ন্ত্রণাধীন। এ এফ রহমান হলের একক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ছাত্রলীগের উপগ্রুপ বিজয়ের হাতে। হলটিতে বিজয় গ্রুপ একক আধিপত্য বিস্তার করলেও ভিএক্সের অনুসারীরা বৃহস্পতি ও শুক্রবার হলে দেয়াললিখনের মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান জানান দেয়। পরে বিজয়ের অনুসারীরা সেসব লেখা মুছে দিলে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দিনভর দুই পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা চলতে থাকে। এরপর রাতে ভিএক্স গ্রুপের নেতাকর্মীরা এ এফ রহমান হলে প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রামে আগমন উপলক্ষে কর্মসূচি নির্ধারণে মিটিংয়ে বসলে উত্তেজনা চরম পর্যায়ে পৌঁছে। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

সংঘর্ষ চলাকালে এ এফ রহমান হলের অর্ধশতাধিক রুম ভাঙচুর করেন বিজয়ের নেতাকর্মীরা। এ সময় একজন শিক্ষকের গায়ে হাত তুলতে উদ্যত হন এক কর্মী। এ ছাড়া ঘটনাস্থলে কর্মরত সাংবাদিকদেরও হুমকি-ধমকি দেন বিজয় গ্রুপের একাধিক কর্মী। বেশ কয়েকটি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানোসহ দেশি অস্ত্র নিয়ে মহড়া দেয় বিবদমান দুটি পক্ষ।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও ভিএক্স গ্রুপের নেতা মারুফ ইসলাম বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে যদিও বগিভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ, তবে এখনো বগিভিত্তিক উপগ্রুপগুলো সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। পুরো ক্যাম্পাসে এখন পর্যন্ত কোনো গ্রুপ অন্য গ্রুপের চিকা (দেয়াললিখন) মুছে ফেলছে এমন কোনো নজির নেই। কিন্তু এ এফ রহমান হলে আমরা কিছু জায়গায় চিকা মারার পর বিজয়ের অনুসারীরা সেগুলো মুছে দেয়, সেখান থেকেই মূলত দুই পক্ষের মধ্যে চাপা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ’ তিনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে রাতে আমরা মিটিংয়ে বসলে তারা আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। তবে পুরো সময় আমরা শান্ত থাকার চেষ্টা করেছি এবং প্রশাসনকে সহযোগিতা করেছি। কিন্তু বিজয় গ্রুপের অনুসারীদের একাধিকবার অতর্কিত হামলায় আমাদের ১৫ জনের বেশি নেতাকর্মী আহত হয়েছে। গুরুতর আহত হওয়ায় বেশ কয়েকজনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যালে পাঠিয়েছি। ’

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বিজয়ের গ্রুপের নেতা মোহাম্মদ ইলিয়াস ঘটনার জন্য প্রক্টরকে দায়ী করে বলেন, ‘প্রক্টরের ইশারা ছাড়া গাছের পাতাও পড়ে না। উনার ইশারা ছাড়া এ এফ রহমান হলে কেন দেয়াললিখন হবে? এ ইস্যুকে কেন্দ্র করেই তারা (ভিএক্স) অস্ত্র নিয়ে হলে হামলা চালায়। হল দখলসহ সব কিছুর জন্য প্রক্টরই দায়ী। নেতারা ছাত্রলীগ কন্ট্রোল করলে কোনো সমস্যা থাকে না, তবে এখানে প্রক্টরই ছাত্রলীগকে কন্ট্রোল করতে চাইছেন। ’

প্রক্টর রবিউল হাসান ভূঁইয়া বলেন, ‘তিন ঘণ্টার বেশি সময় ধরে ছাত্রলীগের দুটি পক্ষের মধ্যে চিকা মারাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। দুই পক্ষকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘটনাস্থলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, হাটহাজারী থানা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন ছিল। এ ছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রাম আগমন ঘিরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বেশির ভাগ বিভিন্ন দায়িত্বে থাকার কারণে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা সম্ভব হয়নি। আমরা যখন বিষয়টি মিটমাটের জন্য দুই পক্ষের নেতাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম, ঠিক তখনই একটি পক্ষ হলের পেছনের গেট ভেঙে বিভিন্ন রুম ভাঙচুর করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে যারা জড়িত, একটি তদন্ত কমিটি করে আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। পাশাপাশি হলের দেয়ালে থাকা সব গ্রুপের চিকা মুছে দেব আমরা। ’ তিনি আরো বলেন, ‘শিক্ষক ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার চেষ্টা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমরা সিসিটিভি ফুটেজ দেখে জড়িতদের শনাক্ত করে শাস্তির আওতায় আনার চেষ্টা করব। অতীতে এ ধরনের ঘটনায় শাস্তি হয়েছে। ’ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মেডিক্যাল সেন্টারের ভারপ্রাপ্ত চিফ মেডিক্যাল অফিসার ডা. মোহাম্মদ আবু তৈয়ব কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘রাতে ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। রাত দেড়টা পর্যন্ত প্রায় ১৫ জন শিক্ষার্থী আমাদের কাছে চিকিৎসার জন্য আসে। এর মধ্যে আটজনকে আমরা চিকিৎসার জন্যে চট্টগ্রাম মেডিক্যালে পাঠিয়ে দিই। বাকি শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দিই। ’